২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২০১৮-২০১৯

মানব সেবা অভিযান

সমাজসেবা অধিদপ্তর রেজিঃ নং: রাজশা-৫৩৯/৯৯
এম.আর.এ. রেজিঃ নং: ০৩৩৫২-০১৫৭৪-০০৩৩৯
প্রধান কার্যালয়: মহিষবাথান পশ্চিমপাড়া, কোর্ট স্টেশন রোড রাজপাড়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।
ফোন: ০৭২১-৭৭৪১১৩, e-mail: msobdorg@gmail.com, web: msobd.org

সুধী

সালাম ও শুভেচ্ছা। আগামী ১৬ নভেম্বর ২০১৯ শনিবার, সন্ধ্যা ৬.০০ টায় **'মানব সেবা অভিযান'** সংস্থার সাধারণ পরিষদের ২১তম সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

আলোচ্য সূচী

১. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদন।

২. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৩. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত অনুমোদন।

৪. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সদস্যদের সাধারণ সঞ্চয়ে প্রদত্ত সূদের হার নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

৫. 'সামাজিক ও সেবামূলক কর্মসূচি বিধিমালা' অনুমোদন প্রসঙ্গে।

৬. 'কর্মী ঋণ নীতিমালা'র দ্বিতীয় সংস্করণ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

৭. 'ঋণ ঝুঁকি তহবিল'-এর নাম সংশোধনপূর্বক তৃতীয় সংস্করণ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

৮. ঋণ অবলোপনের (write off) তালিকা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

৯. প্রধান কার্যালয়ের জন্য জমি ক্রয় প্রসঙ্গে।

১০. গাড়ী ক্রয় প্রসঙ্গে।

১১. সাধারন পরিষদে নতুন সদস্যের অর্ন্তভূক্তি প্রসঙ্গে।

১২. 'পিকেএসএফ'-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অর্ন্তভূক্তির জন্য আবেদন প্রসঙ্গে।

১৩. নেপালপাড়া মৌজার ডাঙ্গেরহাটে সংস্থার জমি বিক্রয় প্রসঙ্গে।

১৪. সংস্থার কর্মীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো প্রনয়ন প্রসঙ্গে।

১৫. ঋণের সিলিং বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

১৬. বিবিধ।

ধন্যবাদ

(আরিফ আহম্মেদ চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক
মানব সেবা অভিযান, মহিষবাথান, রাজশাহী।
তারিখ : ০৯/১১/২০১৯

স্থান:'সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্র' (রাজশাহী সরকারী হাই মাদ্রাসার দক্ষিণে পুরাতন পোষ্ট অফিস সংলগ্ন পদ্মার পার), রাজশাহী।

প্রয়োজনে যোগাযোগ:

(ক) মোঃ খাইরুল আলম (মুকুল), প্রধান নির্বাহী, মোবাইল: ০১৭২১-৩৮০৬৭৫ , টেলিফোন: ০৭২১-৭৭৪১১৩।
(খ) মোঃ আসাদুজ্জামান (আসাদ),পরিচালক,অর্থ ও হিসাব, মোবাইল: ০১৭১৭-৩৭৪৯৮৪।

মানব সেবা অভিযান

(একটি স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান)

'মানব সেবা অভিযান' একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক সংস্থা। এই সংস্থা ১৯৯৯ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে মূলত: দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অতি ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের পাশাপাশি সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে মাসিক কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হতো এবং শুধুমাত্র শহর এলাকায় এই কার্যক্রম চালু ছিল। পরবর্তীতে বেশি সংখ্যক দরিদ্র মানুষকে আর্থিক সেবা প্রদানের জন্য তাঁদের দোরগোড়ায় যাবার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এলক্ষ্যে ২০০২ সাল হতে শহরের নিকটস্থ গ্রামগুলোতে ১৫ থেকে ৩০ জন সদস্যের ছোট ছোট সমিতি গঠন করে ঋণ প্রদান করা হয়। দরিদ্র মানুষের আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং বিভিন্ন বাস্তবসঙ্গত কারণে এই সমস্ত সমিতিতে সাপ্তাহিকভাবে সঞ্চয় এবং ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়। শুরু থেকেই সমিতিগুলোতে আর্থিক লেনদেন ছাড়াও সমিতির সদস্যদের সকল বিষয়ে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে মাসে একবার করে দলীয় সচেতনতা সভা করা হয়। সভায় ছেলে-মেয়েদের লেখাপাড়া, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পয়ঃপ্রণালী, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও নানা ধরনের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহনে মহিলা সদস্যদের উৎসাহ প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করা হয়। এভাবে ধীরে ধীরে সংস্থার কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দর্শন

(ক) সঞ্চয় অসময়ের বন্ধু। সঞ্চয় আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে এবং সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক।

(খ) ঋণপ্রাপ্তি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি মৌলিক অধিকার। সমিতির সমষ্টিগত সঞ্চয় ঋণ তহবিল গড়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখে।

(গ) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল মৌলিক বিষয়ে সুবিধা প্রাপ্তির জন্য পিছিয়ে পড়া জনগণকে সহায়তাকরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সংঘবদ্ধ করে সবার মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন ও সমবায়ের চেতনাবোধ গড়ে তোলা। সঞ্চয়ের মাধ্যমে গরিব জনগোষ্ঠির নিজেদের মূলধন গঠন করা, তাঁদের হাতে-কলমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং গঠিত মূলধন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবহার করে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এই সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

স্বাবলম্বী নীতি

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের দিন দিন প্রসার হচ্ছে। বাইরের কোন অনুদান ছাড়াই সদস্যদের সঞ্চয়, সংস্থার উদ্বৃত্ত তহবিল, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং ব্যাংক ঋণ নিয়ে এই সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ঋণ কার্যক্রম সংস্থার জীবনিশক্তিস্বরূপ। সংস্থাকে স্বাধীন ও টেকসই হতে হলে ঋণ কার্যক্রমকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মীর বেতন, ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক খরচাদি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আয় থেকে বহন করা হয়। এই সংস্থা ঋণ কার্যক্রমের আয়ের কিছু অংশ ও ব্যক্তিগত অনুদান দিয়ে দরিদ্র সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

কর্মকৌশল

আমরা প্রথমেই এলাকা জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যিত বা টার্গেট জনগোষ্ঠী নির্বাচন করে সেই এলাকার সাথে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে থাকি। পরবর্তীতে কর্মসূচীর শর্তসমূহ পূরণ হলে নতুন কর্মএলাকায় কার্যক্রম শুরু হয়। নিম্নের বিষয়সমূহ আমরা বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি।

- লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির সাথে সুসম্পর্ক ও বিশ্বস্ততা অর্জন।
- কর্ম এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনগ্রসর ও অবহেলিত জনগোষ্ঠি বলে বিবেচিত (যেমন ভূমিহীন, জেলে, দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষী, আদিবাসী, বস্তিবাসী ইত্যাদি) ১৫ থেকে ৩০ জন মহিলা সদস্যদের নিয়ে ছোট ছোট সমিতি গঠন করা।
- যাদের পেশা ও আয়ের উৎস একই রকম তাদের সমিতিতে অগ্রাধিকার দেয়া।
- আত্মনির্ভরশীলতার জন্য সদস্যদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা।
- সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের সচেতন করা।
- সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে আর্থিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।

সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর ড. সফিকুন্নবী সামাদী
সভাপতি

আরিফ আহম্মদ চৌধুরী
সাধারন সম্পাদক

মোঃ শহিদুল হাসান
কোষাধ্যক্ষ

মীর শাহ্জাহান আলী
সহ-সভাপতি

মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন
সহ-সাধারন সম্পাদক

মিসেস এলিজা কানন টুডু
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

বেগম ফাতিমা
সমাজসেবা সম্পাদক

মোঃ আমজাদ হোসেন
কার্যকরী সদস্য

আবুল কালাম আজাদ
কার্যকরী সদস্য

এ.এম.এম. আরিফুল হক
সাধারণ সদস্য

গুলশান আরা
সাধারণ সদস্য

সালেহা আখতার
সাধারণ সদস্য

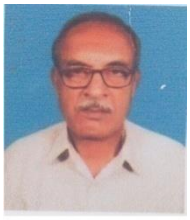

আলী আকবর
সাধারণ সদস্য

এ.বি.এম.ওবাইদুর রহমান
সাধারণ সদস্য

মো: শামসুল আজম খান
সাধারণ সদস্য

এ্যাডভোকেট খাজা মঈনুদ্দীন
সাধারণ সদস্য

প্রফেসর ড. মাহমুদ আখতার শরীফ
সাধারণ সদস্য

এস.এম.আকতার হোসেন
সাধারণ সদস্য

প্রফেসর ড. শাহ আলম
সাধারণ সদস্য

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সাধারণ সদস্য

রওনক আরা
সাধারণ সদস্য

জান্নাতুল ফেরদৌস
সাধারণ সদস্য

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ
সময়কাল: ২০১৯-২০২১ পর্যন্ত

প্রফেসর ড. সফিকুন্নবী সামাদী
সভাপতি

আরিফ আহম্মদ চৌধুরী
সাধারন সম্পাদক

মোঃ শহিদুল হাসান
কোষাধ্যক্ষ

মীর শাহ্‌জাহান আলী
সহ-সভাপতি

মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন
সহ-সাধারন সম্পাদক

মিসেস এলিজা কানন টুডু
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

বেগম ফাতিমা
সমাজসেবা সম্পাদক

মোঃ আমজাদ হোসেন
কার্যকরী সদস্য

আবুল কালাম আজাদ
কার্যকরী সদস্য

উপদেষ্টামন্ডলী:

আবুল কালাম আজদ
উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. ফরিদা সুলতানা
উপদেষ্টা

জায়তুনা খাতুন
উপদেষ্টা

হিসাব সংরক্ষন ও অফিস ব্যবস্থাপনা

এমআরএ কর্তৃক অনুমোদিত চার্টার্ড একাউন্টস দ্বারা প্রত্যেক অর্থবছরে সংস্থার হিসাব নিয়মিত অডিট করানো হয়। হিসাব পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা নিয়মিত একাউন্টস মনিটরিং করা হয়। সর্বস্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা হলো মানব সেবা অভিযানের শক্তিশালী দিক। সংস্থার সকল কার্যক্রম প্রধান কার্যালয় হতে পরিচালিত হয় এবং সদস্যদের দোরগোড়ায় সকল সেবা পৌঁছানোর সুবিধার্থে ৮টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। সমিতির নির্ভূল হিসাব নিকাশ, বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ, শাখা সমূহের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী যথা সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সমস্ত শাখার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে 'গ্রামীণ কমিউনিকেশন কোম্পানির' সফটওয়ারের মাধ্যমে কম্পিউটারাইজেশন এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

সংস্থায় বর্তমানে যে সমস্ত নীতিমালা চালু আছে

- নিয়োগ,চাকুরী,বেতন ও ভাতাদির বিধিমালা।
- সঞ্চয় ও ঋণ নীতিমালা।
- আর্থিক হিসাব বিধি ও ক্রয় নীতিমালা।
- শাখা সম্প্রসারণ নীতিমালা।
- ঋণ ঝুঁকি তহবিল নীতিমালা।
- কর্মী ঋণ নীতিমালা।
- কর্মীগণের ভবিষ্য তহবিল নীতিমালা।
- যৌথ বীমা তহবিল নীতিমালা।

সংস্থায় কর্মরত কর্মী সংখ্যা

ধরন	পুরুষ	মহিলা	মোট
স্থায়ী	২৯	১০	৩৯
শিক্ষানবিস	১২	১	১৩
মোট	**৪১**	**১১**	**৫২**
শতকরা হিসাব	৭৮.৮৫%	২১.১৫%	

- **সংস্থার কর্ম এলাকা :** সংস্থার অনুমোদিত কর্মএলাকা রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ ও পাবনা জেলা।
- **সংস্থার শাখার সংখ্যা :** ৮ টি।

সংস্থার বর্তমান কর্মসূচিসমূহ

১. ক্ষুদ্রঋণ

২. সূদমুক্ত শিক্ষা ঋণ

৩. সূদমুক্ত প্রতিবন্ধী ঋণ

৪. সেবা ফান্ডের কর্মসূচিসমূহ

(ক) সেবা ভ্যান কর্মসূচি (রিক্সাভ্যানের মাধ্যমে এলাকার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারকরণ)।

(খ) শিক্ষা সহায়তা প্রদান।

(গ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান।

(ঘ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

(ঙ) বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।

(চ) বিনামূল্যে হুইল চেয়ার বিতরণ।

৫. মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচি।

(ক) মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

(খ) এককালিন মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

৬. অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা প্রদান।

৭. দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান।

৮. যাকাত ফান্ড।

৯. দুস্থ মেয়েদের বিবাহ ফান্ড।

১০. অসহায় ও দুস্থ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।

১১. দাতব্য চিকিৎসালয় তহবিল।

১২. বৃদ্ধিনিবাস তহবিল।

১. ক্ষুদ্রঋণ

বাইরের কোন অনুদান ছাড়াই সদস্যদের সঞ্চয়, সংস্থার উদ্বৃত্ত তহবিল, ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং ব্যাংক ঋণ নিয়ে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসা সম্প্রসারণ, হতদরিদ্র মানুষের উন্নয়ন ঘটানো, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান, হতদরিদ্র মানুষদের গ্রাম্য মহাজনদের শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্ত করা এবং সর্বোপরী ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। জুন ২০১৯ পর্যন্ত কর্মএলাকায় ৮টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ১০৮৫২ জন সদস্যকে আর্থিক সহযোগীতার পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৪,৯৭,২৩,০০০/- টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা।

কর্মএলাকায় গঠিত সমিতি ও সদস্য সংক্রান্ত তথ্য

সময়কাল	সমিতির সংখ্যা			সদস্য সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
জুন/১৮ পর্যন্ত	৯	৩৯০	৩৯৯	৭৬৪	৯৭১৫	১০৪৭৯
জুন/১৯পর্যন্ত	৯	৪৫৬	৪৬৫	৮২৯	১০৮৫২	১১৬৮১
বৃদ্ধির পরিমাণ	**০**	**৬৬**	**৬৬**	**৬৫**	**১১৩৭**	**১২০২**
শতকরা বৃদ্ধি	**০%**	**১৬.৯২%**	**১৬.৫৪%**	**৮.৫১%**	**১১.৭০%**	**১১.৪৭%**

ঋণী সদস্য সংক্রান্ত তথ্য

সময়কাল	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
জুন/১৮পর্যন্ত	৩৮১	৭৭৪৬	৮১২৭জন
জুন/১৯পর্যন্ত	৪১৯	৮৬৬১	৯০৮০ জন
বৃদ্ধির পরিমাণ	**৩৮**	**৯১৫**	**৯৫৩ জন**
শতকরা বৃদ্ধি	**৯.৯৭%**	**১১.৮১%**	**১১.৭৩%**

সঞ্চয় : এই সংস্থা সদস্যদের ঋণ প্রদানের চেয়ে সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সঞ্চয়ের মাধ্যমে মানুষ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। এলক্ষ্যে প্রতিটি সমিতিতে মাসিক সচেতনতা সভার মাধ্যমে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা, সঞ্চয় করার কৌশল, বিপদের সময়ে সঞ্চয়ের ব্যবহার, বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রকল্পে সঞ্চয়ের টাকার ব্যবহার ইত্যাদি নানান বিষয়ে সদস্যদের সচেতন করে তোলা হয়।

বিবরণ	পরিমান
জুন/২০১৮ পর্যন্ত সঞ্চয় স্থিতি	**৬,৩৮,৬৯,৪৮০/-**
চলতি বছরে মোট সঞ্চয় আদায়	৬,৭০,৪২,১৮২/-
চলতি বছরে মোট সঞ্চয় উত্তোলন	৫,৭৯,৯৫,৭২০/-
জুন/২০১৯ পর্যন্ত সঞ্চয় স্থিতি	**৭,২৯,১৫,৯৪২/-**
শতকরা বৃদ্ধির হার	**১৪.১৬%**

ঋণ : মানব সেবা অভিযান দরিদ্র ও পিছেয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে মাসিক ভিত্তিতে ঋণের কিস্তি আদায় করা হতো। বিভিন্ন বাস্তবতার কারনে ২০০৩ সাল থেকে মাসিক কিস্তির পাশাপাশি সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে ঋণ আদায় শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিধিবিধান মোতাবেক আমাদের সংস্থা ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)'র সনদ পায়। বর্তমানে এমআরএ'র নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিবরণ	পরিমান
জুন/২০১৮পর্যন্ত ঋণ স্থিতি	**১১,৩৪,০৬,৪৭৫/-**
চলতি বছরে মোট ঋণ বিতরণ	২৪,৯৭,২৩,০০০/-
চলতি বছরে মোট ঋণ আদায়	২২,২৮,২৩,৭৩৮/-
জুন/২০১৯ পর্যন্ত ঋণ স্থিতি	**১৪,০৩,০৫,৭৩৭/-**
শতকরাবৃদ্ধিরহার	**২৩.৭২%**

২. সূদমুক্ত শিক্ষা ঋণ

একাদশ বা তদূর্ধ্ব শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি এবং শিক্ষাঋণ প্রদান করা হয়। কিন্তু নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এরূপ কোন সহায়তা নাই। এইজন্যই বিশেষ করে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাবার জন্য এই সংস্থায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে সূদমুক্ত শিক্ষাঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩২১ জন শিক্ষার্থীকে ১৯,২৮,০০০/-টাকা সূদমুক্ত শিক্ষা ঋণ প্রদান করা হয় এবং এ পর্যন্ত ৬৫৬ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৩৯,৩৮,০০০/- টাকা সূদমুক্ত শিক্ষা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৩. সূদমুক্ত প্রতিবন্ধী ঋণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ আমাদের দেশ তথা সমাজের বোঝা নয় বরং একটু সহযোগিতা পেলে তাঁরাও আর দশজনের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে-এ সত্যকে সামনে রেখেই সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে ২০০৯ সাল থেকে সূদমুক্ত প্রতিবন্ধী ঋণ সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কর্মএলাকার দুস্থ প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা সূদমুক্ত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে মর্যাদার সাথে পরিবারে অবদান রাখছেন। ফলে পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এই ঋণ বাবদ ৩৫ জন দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে ১,৭২,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ২০৩ জন দুস্থ প্রতিবন্ধী সদস্যের মাঝে ৯,১৫,০০০/- টাকা সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীগণ পরিবারের বোঝা না হয়ে যেন নিজেদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারেন এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

৪. সেবা ফান্ডের কার্মসূচি

'সেবা ফান্ড'-এর মাধ্যমে নিঃস্ব, গরীব ও অসহায় ব্যক্তিবর্গের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, দূর্ঘটনা, সৎকার ইত্যাদি জরুরী প্রয়োজনে সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই সহায়তা করা হয়। সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি হতে বাৎসরিক মুনাফার একটি অংশ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অনুদান নিয়ে এই তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে। নিম্নে সেবা ফান্ড হতে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহের বিবরণ দেয়া হলো।

(ক) সেবা ভ্যান কর্মসূচী (রিক্সাভ্যানের মাধ্যমে এলাকার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারকরণ)

২০০০ সাল হতে রাজশাহীর মহিষবাথান এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার জন্য সেবাভ্যানের মাধ্যমে বাসা বাড়ি থেকে ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করে তা সিটি কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আসার মাধ্যমে এই কর্মসূচী শুরু হয়। রাজশাহী শহরে বাসা বাড়ি থেকে ময়লা অপসারন পদ্ধতি আমরাই প্রথম চালু করি। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনও এই পদ্ধতির মাধ্যমে ময়লা আবর্জনা আপসারন করে থাকে। আমরা দীর্ঘ প্রায় ১৯ বছর যাবত সফলতার সাথে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি।

(খ) শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

সংস্থার বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম হলো মানসম্মত শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ভাল-মন্দ বোধের সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র শিক্ষিত জাতিই পারে সমাজ থেকে দারিদ্র দূর করে সুখী সমাজ গঠন করতে। আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এবং পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদের সংস্থা জন্মলগ্ন থেকে দরিদ্র ও হতদরিদ্র সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে আসছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়, SSC ও HSC পরীক্ষার ফরম পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। শিক্ষা সহায়তা বাবদ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২৬৭ জন শিক্ষার্থীকে ১,৮৯,৫০০/- টাকা প্রদান করা হয়। সংস্থার শুরু হতে এ পর্যন্ত ১২৩৮ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৯,৩৪,৫৯৬/- টাকার শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়।

(গ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

যে সমস্ত দুস্থ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। আমরা জানি এদের পক্ষে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। একেতো চলাফেরায় কষ্ট, তার উপরে অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এই ভাবনা থেকেই আমাদের সংস্থা ২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে দুস্থ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সহায়তা বাবদ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৩৩ জন শিক্ষার্থীকে ৯৪,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। সংস্থা হতে এ পর্যন্ত ১৩১ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা বাবদ সর্বমোট ২,৬২,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

(ঘ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

সুস্বাস্থ্য সুখী জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। শিক্ষা সহায়তার পরেই এই সংস্থা থেকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদানে ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দরিদ্র মানুষের জন্য ঔষধ ক্রয়, বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল টেষ্ট, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ফিস, আলট্রাসনোগ্রাফি, অপারেশন ইত্যাদির জন্য এই সংস্থা থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৯৯ জন ব্যক্তিকে এই সহায়তা বাবদ ২,৬৭,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। সংস্থা হতে এ পর্যন্ত ২৭৬ জন ব্যক্তিকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সহায়তা বাবদ সর্বমোট ৬,৫০,০১০/- টাকা প্রদান করা হয় এবং চিকিৎসা ক্যাম্পের মাধ্যমে ১০৬০ জন ব্যক্তিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

(ঙ) বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ কর্মসূচি

অনেক সময় দেখা যায় মহিলারা বিধবা হয়ে অথবা স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত ও তালাকপ্রাপ্ত হয়ে অসহায় অবস্থায় দিন কাটায়, কখনও বা দরিদ্র বাবার সংসারে আশ্রয় নেয়। অসহায় বাবা দুমুঠো খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খায়, তার উপরে অসহায় মেয়ের বাড়তি চাপ। **মানব সেবা অভিযান** এই সকল দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে ২০১৬ সাল হতে সেলাই মেশিন প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্য এবং সেবা ফান্ডের অর্থ দিয়ে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এই কর্মসূচির আওতায় ১৫টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। সংস্থা থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪০টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। আগামীতে এই কর্মসূচী বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে, যাতে পিছিয়েপড়া অসহায় মেয়েরা কারো মুখাপেক্ষি না হয়ে নিজেদের দক্ষতায় সমাজের সকল বাধা অতিক্রম করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

(চ) বিনামূল্যে হুইল চেয়ার প্রদান কর্মসূচি

একাকী চলাচলে অক্ষম দরিদ্র ও অসহায় শারিরিক প্রতিবন্ধীদের সহায়তার জন্য বিনামূল্যে হুইল চেয়ার প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এবং সংস্থার সেবা ফান্ডের অর্থ দিয়ে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২১টি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়। সংস্থা হতে এ পর্যন্ত মোট ৩৮ টি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়েছে। আগামীতে এই কর্মসূচি বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে।

৫. মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি ফান্ড হতে দুইভাবে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা হয়

(ক) মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দশ জন অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীকে মাসে ১০০০/- টাকা করে মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা শুরু হয়। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীর ধরণ ও শ্রেণীভেদে এই মাসিক বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন কলেজে মাস্টার্স, স্নাতক, দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণী, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল পর্যায়ে অধ্যয়নরত দুস্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমানে শিক্ষার্থী ভেদে মাসে ১,০০০/- টাকা হতে ৩,০০০/- টাকা করে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে আমেরিকা প্রবাসী ডাঃ মোঃ আসিফ ইকবাল-এর আর্থিক সহায়তায় তাঁর পিতা মরহুম আবুল কাশেমের নামে **'আবুল কাশেম মেমোরিয়াল বৃত্তি'** ফান্ড হতে প্রথম এই বৃত্তি প্রদান করা শুরু হয়। পরবর্তীতে রাজশাহী জেলার অন্যতম শহীদ মুক্তিযোদ্ধা **'শহীদ নজমুল হক সরকার'** এবং **'আলাউদ্দিন-মনোয়ারা'** নামে মেমোরিয়াল বৃত্তি তহবিলের মাধ্যমে তাঁদের সন্তানেরা মাসিক বৃত্তি প্রদান শুরু করেন। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১৯ শিক্ষার্থীকে ৫,২৮,০০০/- টাকা মাসিক মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) এককালিন মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি

২০১২-২০১৩ অর্থ বছর থেকে আমাদের সংস্থা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অস্বচ্ছল এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া সদস্যগণের যেসকল সন্তানেরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও তাদের লেখা-পড়া চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তুলনামূলক ভাল ফলাফল করছেন তাদের জন্য আমাদের এই কর্মসূচী। এই ধরণের পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের তৃণমূল থেকে খুঁজে বের করে শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য এককালিন মেমোরিয়াল শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এই কর্মসূচী চালু রয়েছে। কোন স্বচ্ছল ব্যক্তি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্মৃতি স্মরনীয় করে রাখার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের নামে এই বৃত্তি চালু করতে পারেন। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১১৫ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ৩,৮৫,৫০০/- টাকা মেমোরিয়াল বৃত্তি ফান্ড হতে এককালিন প্রদান করা হয়েছে। ফান্ডের অনুদানের প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব নিম্নরূপ:

ক্রঃনং	মেমোরিয়াল বৃত্তি ফান্ডের শিরোনাম	অনুদান প্রাপ্তির পরিমাণ	শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান	জুন/২০১৯ পর্যন্ত ফান্ডের স্থিতি
১	মুরশেদ আলী মেমোরিয়াল বৃত্তি	৫১,০০০/-	৫১,০০০/-	-
২	শামসুন নাহার খানম মেমোরিয়াল বৃত্তি	৬৮,১০০/-	৬৭,৫০০/-	৬০০/-
৩	সাবেরা হক মেমোরিয়াল বৃত্তি	৭১,১১৭/-	৬৮,৫০০/-	২,৬১৭/-/-
৪	মোঃ আবুল কাশেম মেমোরিয়াল বৃত্তি	৯,১৩,২০১/-	৬,৮৮,০০০/-	২,২৫,২০১/-
৫	আব্দুস সাত্তার মেমোরিয়াল বৃত্তি	১১,০০০/-	১০,৫০০	৫০০/-
৬	আলাউদ্দিন মনোয়ারা	১৮,০০০/-	১৬,০০০/-	২,০০০/-
৭	শহীদ নজমুল হক সরকার	১২,০০০/-	১২,০০০/-	-
	মোট	১১,৪৪,৪১৮/-	**৯,১৩,৫০০/-**	**২,৩০,৯১৮/-**

৬. অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা প্রদান কর্মসূচী

আমাদের সমাজের আশেপাশে দেখা যায় কিছু দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তি আছেন যারা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে খেয়ে-নাখেয়ে দিন পার করছেন। অসুখে-বিশুখে চরম কষ্টের মধ্যে তাঁদের দিন পার হচ্ছে। যাদের উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে নাই তাদের ক্ষেত্রে কষ্টের মাত্রা আরো বেশী। আমাদের প্রত্যেকের উচিত এদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ানো। এই অনুভুতি থেকে আমাদের সংস্থা সমাজের দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য ২০১২-২০১৩ সাল থেকে **'অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা'** প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। জুন'২০১৯ পর্যন্ত ২৭ জন দুস্থ এবং অসহায় ব্যক্তির মাঝে মাসে ৩০০/- টাকা করে মোট ৪,৪৭,৩০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। আমরা জানি ৩০০/- টাকায় একজন মানুষের কিছুই হয়না, তার পরেও সংস্থার নিজস্ব তহবিল এবং বিভিন্ন ব্যক্তির অনুদান হতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরে আমাদের ভাল লাগছে। বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ভবিষ্যতে এই কর্মসূচী আরো সম্প্রসারণ করা হবে।

৭. দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান কর্মসূচী

মানব সেবা অভিযান ২০১২ সালে দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ১০০০/- টাকা করে সম্মানি ভাতা প্রদান করা শুরু করে। বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা ১০,০০০/- টাকা করার প্রেক্ষিতে সংস্থার এই মাসিক ভাতা প্রদান কর্মসূচী জুলাই ২০১৬ হতে বন্ধ করা হয়েছে। তবে সম্মানিত অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনে সংস্থা থেকে অন্যান্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত আছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ভাতা ও সহায়তা বাবদ সর্বমোট ২,০৫,৩৭৫/- টাকা প্রদান করা হয়।

৮. যাকাত ফান্ড

আমাদের দেশে অনেক হতদরিদ্র পরিবার আছে যাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় কর্মহীন অথবা মারা যাবার ফলে তার পরিবার এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। এই সমস্ত পরিবার উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা, পূর্ণবাসন এবং কর্মসংস্থানের অভাবে দারিদ্রতার চরম সীমার মধ্যে বসবাস করে। তাদের আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে নিজেদের চিকিৎসার স্বল্প পরিমান ব্যয়ভারও বহন করতে পারেন না। এছাড়াও চিকিৎসা শেষে অনেক রোগীই সম্পূর্ণ শারীরিক সক্ষমতা ফিরে পায় না, ফলে সেই পরিবারটি একেবারে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। কর্ম এলাকার মধ্যে এই ধরণের যে সকল অসহায় পরিবার আছে তাদের সহযোগীতার জন্য মানব সেবা অভিযান যাকাত ফান্ড গঠন করেছে। দুস্থ মহিলাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের এই কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। যাকাত ফান্ডের অর্থ দিয়ে গরীব সদস্যদের প্রয়োজনে সেলাই মেশিন, হুইল চেয়ার ইত্যাদিও প্রদান করা হয়। এছাড়াও ঈদ,পূজা প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবের সময় এ সকল অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে বিভিন্ন খাদ্য উপকরন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। যাকাত ফান্ড হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১,৩০,২৫০/- টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার এই মহৎ কাজে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

৯. দুস্থ মেয়েদের বিবাহ ফান্ড

গরীব, অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে সহায়তা প্রদানের জন্য দানশীল ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ২০১৫ সালের মার্চ মাস থেকে এই ফান্ড গঠন করা হয়েছে। ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই ফান্ড হতে ৩১,৫০০/- টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১০. অসহায় ও দুস্থ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান

দরিদ্র পরিবারের মেধাবি শিক্ষার্থীদের লেখাপাড়া, আত্মকর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে সংস্থা ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে অসহায় ও দুস্থ পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৫ টি পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান হয়। সংস্থা হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ২৭ টি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

১১. দাতব্য চিকিৎসালয় তহবিল

দাতব্য চিকিৎসালয় প্রকল্পটি গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও আবহেলিত জনগণের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে। আমাদের সমাজের অসহায় মানুষজন বেকারত্ব, ক্ষুধা, অপুষ্টি ইত্যাদি কষ্টের সাথে জীবনযাপন করে নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সুবিধা খুবই কম বলে বিনা চিকিৎসায় প্রতি বছর অনেক লোক কষ্ট পান। এই সকল বাস্তবতা বিবেচনা করে আমাদের সংস্থা এই উদ্যোগটি হাতে নিয়েছে। এলক্ষ্যে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৬,৪৯,২১৯/- টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫,০০,০০০/- টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে ব্যাংকে, সংস্থায় সাময়ীক ঋণ হিসেবে ১,৩০,০০০/- টাকা এবং বাকি ১৯,২১৯/- টাকা সংস্থার জেনারেল হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

১২. বৃদ্ধ নিবাস তহবিল

এই সংস্থার একটি অন্যতম স্বপ্ন হচ্ছে বৃদ্ধ নিবাস তৈরী করা। বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থ দিয়ে তহবিল গঠন সাপেক্ষে সংস্থা একদিন অবশ্যই এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিবে। এই তহবিল জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৮,৩৩,৮২৮/- টাকা জমা হয়েছে। এর মধ্যে ৭,০০,০০০/- টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে ব্যাংকে, সংস্থায় সাময়ীক ঋণ হিসেবে ১,২০,০০০/- টাকা এবং বাকি ১৩,৮২৮/- টাকা সংস্থার জেনারেল হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

আমাদের উপরে বর্ণিত সকল সেবামূলক ও সামাজিক কর্মসূচিতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। উল্লেখিত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও হতদরিদ্র মানুষের কল্যাণে আপনাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ কামনা করছি।

ধন্যবাদ